গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২১.০৬.২০২৩ খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

মদনে ১১ সেতু অকেজো পারাপারে জনদুর্ভোগ চরমে

সংযোগ সড়ক নেই, সাঁকো বেয়ে উঠতে হয় সেতুতে দীর্ঘ দিনেও সংস্কারের উদ্যোগ নেই

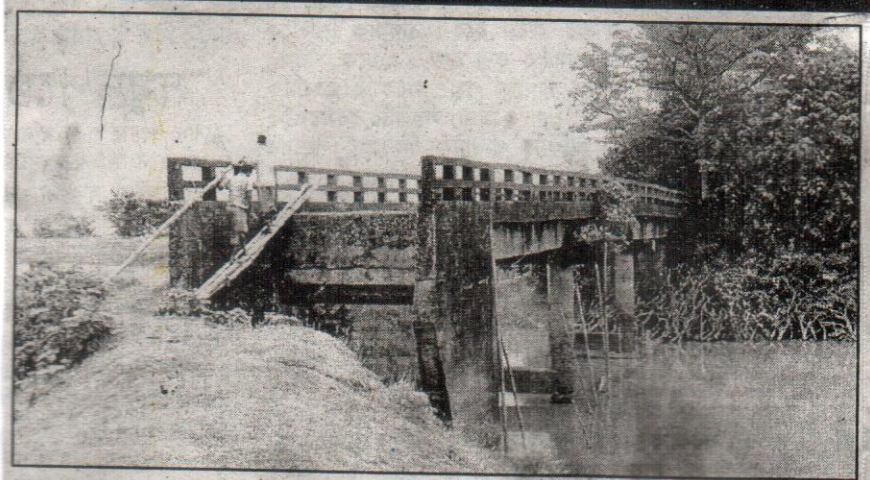

মদন (নেত্রকোণা) প্রতিনিধি

নেত্রকোনার মদন উপজেলার মদন-ফতেপুর সড়কে ছোট-বড় অন্তত ১১টি সেতু আছে। এগুলোতে নেই কোনো সংযোগ সড়ক। তাই সেতু দিয়ে ওঠানামা করার জন্য বাঁশের সাঁকোই একমাত্র ভরসা পথচারীদের। প্রায় দুই যোগের বেশি সময় ধরে এভাবে গবাদি পশুর সহ পারাপার হতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ২৫ গ্রামের মানুষ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সাত কিলোমিটার মদন-ফতেপুর সড়কের বয়রাহালা, লরি ভাঙ্গা ও ডালী নদীর ওপরসহ ছোট-বড় ১১টি সেতু নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় প্রায় ১ কোটি টাকা। মাটির ওই সড়কে সেতুগুলো নির্মাণের পর এক যুগ আগে পৌরসভার অংশে দুই কিলোমিটার সড়ক পাকাকরণ করা হয়। বাকি অংশ এখনো কাঁচা। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একসময় উপজেলার তিয়শ্রী, ফতেপুর ও নায়েকপুর ইউনিয়নের ২০ থেকে ২৫টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রতিদিন উপজেলা সদরে আসা-যাওয়া করত এই সড়ক দিয়ে। ২০০০সালে বন্যায় ওই সড়কে নির্মিত ১১টি সেতুর সংযোগ সড়ক ধসে পড়ে। এরপর থেকে সেতুগুলো অকেজো। সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে না। এ কারণে (৩য় পাতায়)

মদনে ১১ সেতু অকেজো

(১ম পাতার পর) অধিকাংশ গ্রামের লোকজন দীর্ঘ পথ ঘুরে অন্য সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু বাগজান, বৈঠাখালী, ভবানীপুর, তিয়শ্রী, বাইরেউড়া, শিবপাশা, ফেকনী, মাধুপুর গ্রামের লোকজনের যাতায়াতের একমাত্র পথ এটি। তাই প্রতিদিন কষ্ট করে ওই সেতু দিয়েই তাঁদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় লোকজন নিজ উদ্যোগে বাঁশের সাঁকো বেঁধে সেতু পারাপার হচ্ছেন। সংযোগ সড়ক না থাকায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে রয়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা। বোরো মৌসুমে তিয়শ্রীসহ আশপাশের তিনটি হাওরের উৎপাদিত ধান ঘরে তুলতে ব্যবহার করতে হয় এ সড়ক। সেতুগুলো ব্যবহার করতে না পারায় কৃষিপণ্য অনা নেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের সমস্যা হচ্ছে। আবার গবাদি পশু নিয়ে চলাচল করতে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বাগজান গ্রামের জানু মিয়া, সাবেক ইউপি সদস্য মনসুর মিয়া, বৈঠাখালী গ্রামের জসিম উদ্দিন, তিয়শ্রী গ্রামের শেখ নজরুল ইসলামসহ কয়েকজন কৃষক বলেন, 'আমাদের গ্রামের লোকজন এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু প্রায় দুই যুগ ধরে এ সেতুগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। সেতু পার হওয়ার জন্য নিরুপায় হয়ে আমরা বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করতে হচ্ছে। সেতুর সংযোগ সড়ক না থাকায় সব চেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে আমাদের একমাত্র বো ফসল ও গবাদি পশু নিয়ে। বাঁসের সাঁকো দিয়ে মানুষ কোনো রক যাতায়াত করতে পারলেও গবাদি পশু নিয়ে যাতায়াত করা একেবারে অসম্ভব। নির্বাচন এলে জনপ্রতিনিধিরা ভোটের লোভে সেতু ও রাস্ত মেরামতের শুধু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যান। নির্বাচন চলে গেলে কেউ আ খোঁজ খবর রাখেন না। ফেকনী গ্রামের শাহিন মিয়া বলেন, 'আমাদে গ্রামসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজন একমাত্র এই সড়ক দি যাতায়াত করেন। বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকায় শিক্ষার্থীসহ সব পেশা লোকজন কষ্ট করে চলাচল করছেন। আমরা হেঁটে চলাচলের জন প্রতিবছর গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে বাঁশের সাকোঁ সংস্কার করি। জনপ্রতিনি বা সরকারের কোনো দপ্তর এ বিষয়ে খোঁজ রাখে না। মদন পৌর সদ সর্ববৃহৎ পশুর হাট দেওয়ান বাজারে গবাদি পশু নিয়ে বাজারে আসা রহি মিয়া এ প্রতিনিধি কে বলেন গরু নিয়ে বাজারে যেতে হলে প্রায় ৩০ কিলে রাস্তা ঘুরে আসতে হয়। তিয়শ্রী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান বলেন, 'মদন-ফতেপুর সড়কে ১১টি সেতু রয়েছে। সংযোগ সড়ক না থাকায় সেতুগুলো দিয়ে মানুষ চলাচল করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। বিষয়টি উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ের কর্মকর্তাতের জানানো হয়েছে।' মদন উপজেলা প্রকৌশলী মো. গোলাম কিবরিয়া বলেন, 'মদন-ফতেপুর রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ডিপিপিতে প্রস্তাব দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন হলেই কাজ শুরু করা হবে।'